গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয় ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি /নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা।

সভাপতি ঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ঃ ০৯/০২/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মকর্তাগণ
১.	চুক্তির পর পার্বত্য এলাকায় মানুষের পূনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ১৫ টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, আর মাত্র ৯ টি এখনো বাস্তবায়নাধীন।	পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ৩৩টি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর হওয়ার কথা। এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি বিষয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি বিষয় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ২৯টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৪ সালেই ৬টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে,বাজেট দেয়া হয়নি। যথাশীঘ্রসম্ভব বাকী বিষয়গুলোর হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(পরিষদ-২)/সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিষদ-১)/ সহকারী সচিব (সমন্বয়-১), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.	যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী আমাদের দেশের নাগরিক সেহেতু অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো তাদের ভূমির উপর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ সংশোধন করা হচ্ছে। গঠন করা হয়েছে ভূমি কমিশন।	'পার্বত্য চট্রগ্রাম ভুমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' এর বিষয়ে গত ২৭/০১/২০১৫ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলায় ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা; জনাব জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ; পার্বত্য চট্রগ্রামের সংসদ সদস্যগণ; সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ; তিন চিফ সার্কেল; তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক প্রমুখদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পেশ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সহকারী সচিব (সমন্বয়-১),পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.	তিন জেলায় প্রি- প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ করতে হবে, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন এবং আবাসিক স্কুল নির্মাণ, কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরি করা যাবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্কুলে আসা যাওয়ার উপযোগী কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	পার্বত্য এলাকায় মানসম্মত আবাসিক স্কুল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উন্নয়ন সহযোগী (Development Partner)দের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া,তিন পার্বত্য জেলায় কতগুলো জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল রয়েছে, প্রাইমারী স্কুলে পড়ার যোগ্য মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কত, কতগুলো নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপন প্রয়োজন-সে সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে গত ২৫/০১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। যাচিত তথ্য প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে তাগিদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সিনিয়র সহকারী সচিব(পরিষদ-১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দর বান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৪.	সমতল এলাকার মত তিন জেলায়ও কমিউনিটি হেলথ্ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র দরকার তা নিরূপণ করতে হবে।	এলাকাভিত্তিক কতগুলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজন তা নিরূপন এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-১-২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে অনুরোধ পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে তাগিদপত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপসচিব(সমন্বয় -২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫.	পপি, তামাক চাষের দিকে গুরত্ব না দিয়ে ভূট্টা চাষ সহ অন্যান্য অর্থকরী শষ্য চাষের বিষয়ে চাষীদের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গবেষণা করে রাবার চাষ উন্নয়ন, মিশ্র ফল চাষ, স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা উৎপাদনপূর্বক বাজারজাত করার উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। এতে করে ঐ অঞ্চলের মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে।	তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৫-০১-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে। তামাক চাষীদের নিরুৎসাহিত করে ইক্ষু ও তুলা চাষে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কফি, স্ট্রবেরী, রাবার চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রকল্প গ্রহণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা যথাদ্রুত সম্ভব প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।	সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা শাখা) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দর বান /খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তাগিদ দেন। তিনি বলেন ১৯৯৬ সালে এ বিষয়ে আইন পাশ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে পাহাড় না কেঁটে পাহাড়ের আকৃতি ঠিক রেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করতে হবে যেখানে পার্বত্য অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে সম্পূর্ণ আবাসিক। এছাড়া মোবাইল নেটওয়ার্কসহ ইন্টারনেট ব্যবস্থা উন্নতকরণের যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম শুরু হবে। মেডিকেল কলেজের ক্লাস এখনও শুরু হয়নি ।এ বিষয়ে গত ০৮-০২-২০১৫ তারিখে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৭-০২-২০১৫ তারিখে পুনরায় আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। কাপ্তাই লেকের পাশে ঝগড়াবিল মৌজায় ১০০ একর জায়গা প্রাথমিকভাবে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কয়েকটি ভবন এবং রানী দয়াময়ী স্কুলের কয়েকটি কক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বজায় রেখে এবং পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ত্বরান্বিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১৫-০১-২০১৫ তারিখে অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপসচিব(সমন্বয় -২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।